মেহেরপুর হাসপাতালে মেলে সাধারণ কিছু ওষুধ !

মেহেরপুর সরকারি ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে জ্বর, গ্যাস্ট্রিক, সাধারণ ব্যথা, ডিএনএস স্যালাইন জাতীয় সাধারণ কিছু ওষুধ ছাড়া অন্যান্য অধিকাংশ ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে। হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা এমন অভিযোগ করেন।

গতকাল মঙ্গলবার সরেজমিনে হাসপাতাল পরিদর্শন করে দেখা যায়, জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে রোগীরা এসেছেন চিকিৎসা নিতে। কেউ জ্বরে কেউ গ্যাস্ট্রিক বা ব্যাথায় কেউ বা হৃদরোগসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত। প্রয়োজনমত কিছু সাধারণ ওষুধ হাসপাতাল থেকে পাচ্ছেন, বাকিগুলো বাইরে থেকে কিনে নিতে হয়। দরিদ্র রোগীদের জন্য বাইরে থেকে ওষুধ কেনা কঠিন হয়ে পড়ে।

সদর উপজেলার মদনা গ্রামের মোছা: খাদিজা খাতুন কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছেন। তিনি এসেছেন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে। তিনি বলেন, আমার জ্বর হয়েছে। এই জন্য হাসপাতালে ওষুধ নিতে এসেছি। ডাক্তার আমাকে কিছু ওষুধ লিখে দিয়েছেন। তার মধ্যে শুধু প্যারাসিটামল পেয়েছি, আর বাকিগুলো বাইরে থেকে কিনতে বলা হচ্ছে।

শহরের হোটেল বাজারের হাফিজুর বলেন, আমি মাজার ব্যথায় ভুগছি। ডাক্তার আমাকে কিছু ওষুধ দিয়েছেন। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ওই ওষুধ দেয়নি। বাইরে থেকে কিনতে হবে। দিয়েছে শুধু ভিটামিন আর প্যারাসিটামল।

একই উপজেলার আশরাপুরের মো. আজিব উদ্দিন বলেন, হাসপাতালে কোনো না কোনো ওষুধের ঘাটতি থাকে। ডাক্তার কিছু ওষুধ দেন, যা পাই; আর বাকিগুলো বেশি টাকা দিয়ে বাইরে থেকে নিতে হয়।

শহরের মালোপাড়ার মোছা. হোসনে আরা বলেন, ডাক্তার আমাকে ছয়টা ওষুধ লিখে দিয়েছেন।বেশিরভাগ ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে।

রামদাশপুরের মো. তাহাসিন বলেন, সাধারণ সমস্যার যে ওষুধগুলো আছে, সেগুলো হাসপাতালে পাচ্ছি। যেমন জ্বর, কাশি ও ঠান্ডার ওষুধ। কিন্তু এর থেকে একটু কঠিন রোগের ওষুধ এই হাসপাতালে নেই।

গাংনী উপজেলার কাথুলী গ্রামের মো. আলমগীর হোসেন বলেন, ডাক্তার পরীক্ষা দিয়েছেন আর ওষুধ লিখে দিয়েছেন। কিন্তু হাসপাতাল থেকে আমি ওই ওষুধ পাইনি। আমাকে বাইরে থেকে কিনতে হবে।

গোভীপুরের নজরুল বলেন, ডাক্তার চারটা ওষুধ লিখেছেন। কিন্তু একটা পাইনি। ওটা দোকান থেকে নিতে হবে। আমার সমস্যা হার্টের। আমি গরিব মানুষ। সরকার যদি সব ওষুধ দিতে পারে, তাহলে আমাদের অনেক উপকার হবে। এটাই তো আমাদের প্রাপ্য।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে হাসপাতালে প্যারাসিটামল, মেট্রোনিডাজল ওলমিসারটান ২০ মি.গ্রা.,অ্যামলোডিপিন ৫ মি.গ্রা., ,সালবিউটামল, বি-কমপ্লেক্স, অ্যান্টাসিড, ক্লোপিডোগ্রেল ৭৫ মি.গ্রা., অ্যাসপিরিন ৭৫ মি.গ্রা., ক্লোনাজেপাম ০.৫ মি.গ্রা., মেটফরমিন ৫০০ মি.গ্রা., সেটিরিজিন,. জিটিএন ২.৬ মি.গ্রাম, রোসুভাস্টাটিন ১০ মি.গ্রা., অ্যামোক্সিসিলিন ৫০০ মি.গ্রা, এফ/এস, ট্যাব. ভিসেট ইনজেকশন, ক্যাপসুলের মধ্যে সেফিক্সিম ২০০ মি.গ্রা., প্রেগাবালিন ৫০ মি.গ্রা., সিরাপের মধ্যে প্যারাসিটামল, সালবিউটামল, অ্যাজিথ্রোমাইসিন ও জিংক সরবরাহ রয়েছে। সরবরাহ অনুযায়ী চিকিৎসকের জানিয়ে দেওয়া হয়। চিকিৎসকরা সরবরাহ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা লিখে দেন। প্রতিদিন গড়ে ৫০০ থেকে ৬০০ রোগী বহির্বিভাগে এবং চার শতাধিক রোগী ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট সেলিম রেজা বলেন, সরবরাহ অনুযায়ী চিকিৎসকরা যা লিখেন তাই রোগীদের দেওয়া হয়। যেগুলো সরবরাহে নেই সেগুলো বাইরে থেকে রোগীদের কিনতে হয়। তবে চিকিৎসক বেশি লিখে দিলে অনেক সময় বেশি ওষুধ দেওয়া হয়।

গাংনীতে ২৯ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার চুরি, গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মুন্দা মাঝের গ্রামে প্রায় ২৯ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ

সময় চুরি হওয়া অধিকাংশ স্বর্ণালংকারও উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাংনী থানার মামলা নং-১১, তারিখ ৬ জুলাই ২০২৬, পেনাল কোডের ৩৭৯ ধারায় মামলাটি রুজু করা হয়। মামলার বাদী মুন্দা মাঝের গ্রামের বাসিন্দা মোছা. নার্গিস বানু (৪৬)।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, প্রবাসী ছেলে মো. শাহীনের নির্মাণাধীন বাড়িতে টাইলসের কাজ চলছিল। বাড়িতে বাইরের শ্রমিক থাকায় নিজের ও দুই মেয়ের ব্যবহৃত প্রায় ১১ ভরি ১৪ আনা ওজনের স্বর্ণালংকার, যার আনুমানিক মূল্য ২৯ লাখ ৬ হাজার ২৫০ টাকা, একটি প্লাস্টিকের পাত্রে রেখে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় বাড়ির উঠানে দরজার সিঁড়ির পাশে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখেন তিনি।

গত ৫ জুলাই বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে টাইলস মিস্ত্রিরা চলে যাওয়ার পর মাটি খোঁড়া দেখতে পেয়ে সেখানে রাখা স্বর্ণালংকার আর খুঁজে পাননি। পরে বিষয়টি কুয়েতপ্রবাসী ছেলে শাহীনকে জানালে তিনি বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে দেখেন, টাইলসের কাজ করা দুই মিস্ত্রি মাটি খুঁড়ে স্বর্ণালংকার উদ্ধার করে নিজেদের মধ্যে কথা বলে সেগুলো নিয়ে বাড়ির পেছনের দিকে চলে যায়।

সিসিটিভি ফুটেজ দেখে স্থানীয়রা অভিযুক্ত দুই মিস্ত্রি মোমিন খান (৩৬), কুমারখালী উপজেলার বানিয়াপাড়া বারাদি গ্রামের বাসিন্দা এবং মো. আলাল (২২), একই এলাকার বাসিন্দাকে শনাক্ত করেন।

পরে গাংনী থানা ও বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের যৌথ অভিযানে মো. আলালকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কুষ্টিয়ার কুমারখালী ও ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানার কলেজপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে পলাতক আসামি মোমিন খানের শ্বশুরবাড়ি থেকে চুরি যাওয়া ২টি নেকলেস, ৩ জোড়া কানের দুল, ১টি বেসলেট, ৩টি চেইন, ১টি লকেট, ৭টি বালা ও ১টি বেঙ্গল বালা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, পলাতক অপর আসামিকে গ্রেপ্তার এবং অবশিষ্ট স্বর্ণালংকার উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবসে র্যালি ও আলোচনা সভা

‘উন্নত পল্লী, সমৃদ্ধ দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), মেহেরপুরের আয়োজনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এ উপলক্ষে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এতে সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, “প্রশিক্ষণের পর নিয়মিত ফলোআপ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কৃষকদের প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করে সারের ব্যবহার কমিয়ে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক ধারণা দিতে হবে।”

সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর। স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল আলিম।

এ সময় জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ৩ শতাধিক শিক্ষার্থীর মাঝে বসুন্ধরা শুভসংঘের গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুরে বসুন্ধরা শুভসংঘের উদ্যোগে ডেঙ্গুর বিস্তার রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ এবং তিন শতাধিক শিক্ষার্থীর মাঝে ফলদ ও বনজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার বেলা ১টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বসুন্ধরা শুভসংঘ, মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল আলম বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবুল কাশেম, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, বসুন্ধরা শুভসংঘের উপদেষ্টা ও কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি মো. ইয়াদুল মোমিন প্রমুখ।

বসুন্ধরা শুভসংঘ, মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল আলম বকুল বলেন, একটি গাছ শুধু পরিবেশ রক্ষা করে না, এটি মানুষের জীবন ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করে। বসুন্ধরা শুভসংঘ সবসময় পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের হাতে একটি করে গাছ তুলে দিয়ে আমরা সবুজ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে আরও শক্তিশালী করতে চাই।

জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে যেমন জনসচেতনতা জরুরি, তেমনি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকেই পরিবেশ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে এ ধরনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

বসুন্ধরা শুভসংঘের উপদেষ্টা মো. ইয়াদুল মোমিন বলেন, বসুন্ধরা শুভসংঘ শুধু গাছের চারা বিতরণই করছে না, বরং নতুন প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বীজও বপন করছে। প্রত্যেকে যদি একটি করে গাছ রোপণ ও পরিচর্যার দায়িত্ব নেয়, তাহলে আগামী দিনের বাংলাদেশ আরও সবুজ ও বাসযোগ্য হবে। বসুন্ধরা

শুভসংঘের কার্যক্রম শুধু গাছের চারা বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সংগঠনটি নিয়মিত দুস্থদের মাঝে সেলাই মেশিন, কম্বল ও আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক এম. এ বাশার, কামরুল ইসলাম, বসুন্ধরা শুভসংঘ, মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মাহফুজুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. সাজিদ ইসলাম ও মো. আসাদুজ্জামান রাজু, সাংগঠনিক সম্পাদক মুনতাসির মাহামুদ, দপ্তর সম্পাদক রাফি হাসান, নারী বিষয়ক সম্পাদক মোছা. মৌসুমী খাতুন, কার্যনির্বাহী সদস্য অনিক ইসলাম, মোস্তফা জাবাল, উম্মে মুবাশ্বারা ইসলাম মুনিয়া, মো. সাকিব শেখসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

বক্তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের পৃথিবীর অভিভাবক। তাদের হাতে একটি গাছ তুলে দেওয়ার অর্থ একটি সবুজ ভবিষ্যতের বীজ বপন করা।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা

“উন্নত পল্লী সমৃদ্ধ দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে উৎসবমুখর পরিবেশে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস ২০২৬ উদযাপিত হয়েছে।

সোমবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), মুজিবনগর-এর যৌথ আয়োজনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন,

বর্ণাঢ্য র্যালি, উপজেলা পরিষদ চরে বৃক্ষরোপণ এবং পরবর্তীতে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সকালে উপজেলা চত্বরেজাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়। পরে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এসে শেষ হয়ে উপজেলা পরিষদ চত্বরে একটি ফলজ বৃক্ষ রোপন করা হয়। এরপর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় উপজেলা বিআরডিপি কর্মকর্তা আলীর সভাপতি কে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)সাইফুল হুদা ।এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে পল্লী অঞ্চলের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গ্রামীণ অর্থনীতির চিত্র বদলে গেছে।

বিআরডিবি-এর বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ নারী ও পুরুষদের স্বাবলম্বী করে তোলা হচ্ছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত ‘সমৃদ্ধ বাংলাদেশ’ গড়তে হলে আমাদের গ্রামীণ জনপদের প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে এবং উপজেলা প্রশাসন এ লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।”

সভায় বিশেষ অতিথি বক্তব্যে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)উত্তম কুমার দাস আইন-শৃঙ্খলা ও সামাজিক সুরক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলেন, “একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও পল্লী উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো টেকসই শান্তি ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ। গ্রামীণ জনপদে অপরাধ, মাদক এবং সামাজিক অবক্ষয় রোধে পুলিশ প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে। পল্লী অঞ্চলের মানুষ যাতে নির্ভয়ে তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন, তার জন্য পুলিশি নিরাপত্তা ও সেবা সব সময়

বজায় থাকবে। আমরা বিআরডিবি-এর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি ধাপে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পাশে আছি।”

অনুষ্ঠানে বিআরডিবি-এর স্থানীয় কর্মকর্তা, বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা প্রত্যেকেই পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নে সমবায় এবং সমন্বিত উদ্যোগের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

মুজিবনগরে রোপা আমন ও পেঁয়াজ বীজ প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের খরিফ মৌসুমে রোপা আমন ধান ও শীতকালীন পেঁয়াজ বীজ (কন্দ) ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার সকালে উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রণোদনা কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সাইফুল হুদা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ও টেকনিক্যাল বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার।

কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে,প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, ”বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব সরকার।

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে

স্বাবলম্বী করতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজকে রোপা আমন ও শীতকালীন পেঁয়াজ বীজ বিতরণ করা হচ্ছে।

পেঁয়াজের বাজারে যেন আমাদের পরনির্ভরশীলতা কমে এবং আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি, সেজন্য এই শীতকালীন পেঁয়াজ চাষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমি আশা করি, কৃষকেরা এই সরকারি প্রণোদনার সঠিক ব্যবহার করে নিজেদের ফলন বৃদ্ধি করবেন এবং দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখবেন।”

উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, ”খরিফ মৌসুমে রোপা আমন এবং শীতকালীন পেঁয়াজের আবাদ ও উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যেই আমাদের এই বিশেষ প্রণোদনা কর্মসূচি।

অনেক সময় কৃষকেরা সঠিক সময়ে মানসম্মত বীজের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। আমরা মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের উন্নত জাতের বীজ ও প্রয়োজনীয় সার পৌঁছে দিচ্ছি। আমাদের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ মাঠে থেকে কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ও রোগবালাই দমনে সব ধরনের কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবেন। সঠিক নিয়মে চাষাবাদ করলে এবার মুজিবনগরে আমন ও পেঁয়াজের বাম্পার ফলন হবে বলে আমরা আশাবাদী।

এছাড়াও মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্স ওমর ফারুক প্রিন্স সহজ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং সুবিধাভোগী প্রান্তিক কৃষকেরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত তালিকাভুক্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে উন্নত জাতের রোপা আমন ধানের বীজ, শীতকালীন পেঁয়াজ বীজ (কন্দ) এবং প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে কাঠবাদাম ভেবে জিয়ালা গাছের কাঁচা ফল খেয়ে অসুস্থ ১৪

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

কেউ এ ফল খেয়েছে বলেও জানা যায়নি।

চিকিৎসক জানান, স্থানীয়ভাবে জিয়ালা কচা নামে পরিচিত বার্বাডোজ নাট গাছের ফল ও পাতা খেলে পেটব্যথা, বমি এবং তীব্র ডায়রিয়া হতে পারে। অসুস্থ শিশুদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং তারা বর্তমানে শঙ্কামুক্ত রয়েছে।

স্থানীয়দের ভাষ্য, জিয়ালা গাছ সাধারণত বসতবাড়ি ও ক্ষেতের বেড়া তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। গরু-ছাগলও এ গাছের পাতা বা ফল খায় না, তাই এটি বেড়া হিসেবে বেশ কার্যকর।

মেহেরপুরে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে ১১ পিস ইয়াবাসহ মো: সাজু আহমেদ (২৩) নামের একজনকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

শনিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের নীল এন্টার প্রাইজের সামনে ইয়াবা বিক্রয়কালে সেখানে ইয়াবাসহ আটক করে ডিবি।

আটক সাজু আহমেদ মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের বাসিন্দা।

মেহেরপুর জেলা ডিবি পুলিশের ওসি প্রদীপ কুমার সানা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের নীল এন্টার প্রাইজের সামনে ইয়াবা বিক্রয়কালে সেখানে ১১ পিচ ইয়াবা সহ আটক করে ডিবি।

আটককৃত সাজু আহমেদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেই আলম চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে উপজেলা প্রশাসন

একই ব্যক্তি একই সাথে একটি এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং আবার একই ইউনিয়নের সরকারি কাজী (বিবাহ রেজিস্ট্রার)!

সরকারের একাধিক প্রতিষ্ঠান বা কোষাগার থেকে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার আইনি নিষেধাজ্ঞা তোয়াক্কা না করে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইনের বিরুদ্ধে এমন নজিরবিহীন অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

তিনি তিনটি পদ থেকেই নিয়মিত সরকারি বেতন-ভাতা ও আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করছেন।

সম্প্রতি মেহেরপুর প্রতিদিনে এই সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের পর এবং মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের একটি চিঠির প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে গাংনী উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে বলে নিশ্চিত করেছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন।

তদন্ত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মু. আলম হুসাইন ২০১৮ সালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তবে তার যোগদানের পর থেকেই ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, প্রায় ৫৫৩ জন শিক্ষার্থী ও ৩০ জন শিক্ষক-কর্মচারী সম্বলিত বিদ্যালয়টিতে প্রশাসনিক স্থবিরতা ও শিক্ষার মান ধসে পড়ার অভিযোগ উঠেছে।

বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানায় যে, প্রধান শিক্ষক নিয়মিত স্কুলে আসেন না। ফলে অন্য শিক্ষকেরাও নিজেদের ইচ্ছামতো চলেন এবং সুন্দর খেলার মাঠ থাকা সত্ত্বেও কোনো খেলাধুলার আয়োজন করা হয় না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষকরাও ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, একজন মানুষের পক্ষে একই সাথে একটি পুরো ইউনিয়ন পরিষদ ও বিদ্যালয় পরিচালনা করা অসম্ভব। বিদ্যালয়টি বর্তমানে অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে, ২০২২ সালে দ্বিতীয়বারের মতো কাজিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া আলম হুসাইন সপ্তাহে মাত্র এক থেকে দুই দিন পরিষদে আসেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব মতিয়ার রহমান জানান, জরুরি কাজের জন্য নাগরিকদের চেয়ারম্যানের ‘হাড়াভাঙ্গা’ এলাকার নিজস্ব অফিসে গিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে আনতে হয়, যা সাধারণ মানুষের জন্য চরম হয়রানি ও ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেহেরপুর জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৫ সালে কাজিপুর ইউনিয়নের কাজী (বিবাহ রেজিস্ট্রার) হিসেবে নিয়োগ পান আলম হুসাইন। মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা অনুযায়ী, কাজী নিয়োগ কমিটির অন্যতম সদস্য হলেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। আলম হুসাইন তৎকালীন সময়ে চেয়ারম্যান পদে থেকে নিজেই নিজের নিয়োগ কমিটিতে ছিলেন, যা চরম স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest) এবং নীতিবহির্ভূত।

সরকারি চাকুরিজীবী আইন ও এমপিও নীতিমালা মোতাবেক এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণকালীন পদে কর্মরত থেকে অন্য কোনো লাভজনক পদে নিয়োজিত থাকা চাকুরির শর্তাবলির স্পষ্ট লঙ্ঘন।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ মোতাবেক একজন কাজী সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে সবেতনে (মাসিক বেতন বা আর্থিক সুবিধায়) চাকরি করতে পারবেন না।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ মোতাবেক কোনো জনপ্রতিনিধি একই সাথে সরকারের অন্য কোনো লাভজনক পদে বা সবেতন চাকুরিতে অধিষ্ঠিত থাকতে বা একাধিক উৎস থেকে আর্থিক সুবিধা নিতে পারেন না।

সম্প্রতি মাউশি’র জারি করা এক আদেশে বলা হয়েছে, এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী একজন এমপিওভুক্ত শিক্ষক বা কর্মচারীর একই সময়ে দুটি লাভজনক পদ থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের সুযোগ নেই।

ফলে তাঁকে এমপিও বেতন-ভাতা অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিংবা সদস্য হিসেবে প্রাপ্য সম্মানী যে কোনো একটি বেছে নিতে হবে।

মেহেরপুরে ১১ দলীয় জোটের গণমিছিল

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী ও গণভোটের গণরায় বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে গণমিছিল করেছে ১১ দলীয় জোট। শনিবার (৪ জুলাই) বিকেলে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

গণমিছিলে সভাপতিত্ব করেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাহবুব উল আলম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সুরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমির খান জাহান আলী, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি সাইদুর রহমানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন।